লিপি
শিলিগুড়ি · শুক্রবার, ৮ জুন ২০১৮
Siliguri · Friday · 8 June, 2018
Arthik Lipi, Page 2

দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ের ফল সন্তোষজনক

নিজস্ব সংবাদদাতা, চিত্তরঞ্জন : দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ৯৭.১৮ শতাংশ পরীক্ষার্থী উর্ত্তীণ হয়েছে। মোট পাসের হার ৯৭.১৮ শতাংশ। স্কুলের সেরা ছাত্রী সৃজা মণ্ডলের প্রাপ্ত নম্বর ৬৬৬।

বিরিয়ানির দোকানমালিক খুনে ধৃত বাকি অভিযুক্তরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ব্যারাকপুর : ভাটপাড়ায় বিরিয়ানির দোকানমালিক সঞ্জয় মণ্ডল খুনের ঘটনায় সব অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মুল অভিযুক্ত ফিরোজ আলাম আগেই গ্রেফতার হয়েছিল। বুধবার রাতে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করা হয় বাকি চার অভিযুক্তকে। ধৃতদের নাম মহম্মদ রাজা, মহম্মদ মোগলি, মহম্মদ শাহনাওয়াজ ও মহম্মদ সলমান।রবিবার নিজের দোকানে গুলিবিদ্ধ হন ভাটপাড়া এলাকার বিরিয়ানি দোকানের মালিক সঞ্জয় মণ্ডল। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে থেকে চিকিৎসাকরা তাঁকে কল্যাণী জহরলাল নেহরু হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পথে তাঁর মৃত্যু হয়। তদন্তে নেমে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশ মূল অভিযুক্ত ফিরোজ আলমকে গ্রেফতার করে। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, ফিরোজই সঞ্জয়ের উপর গুলি চালিয়েছিল। সঙ্গে ছিল মোগলি, শাহনাওয়াজ ও রাজা। ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিল মহম্মদ সলমান। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে মোবাইলের সূত্র ধরে কলকাতা থেকে বাকি চারজনকে গ্রেফতার করে জগদ্দল থানার পুলিশ। সূত্রে খবর, মূল অভিযুক্ত ফিরোজকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি চারজনের খোঁজ শুরু করে পুলিশ।

বুধবার রাতে কলকাতার ধর্মতলা চত্বর থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার ধৃতদের ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়। সূত্রের খবর, ধৃতদের সঙ্গে নিয়ে পুলিশ সঞ্জয় মণ্ডল খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে পারে।

সুডোকু মেলাও বুদ্ধি বাড়াও

5		9			6			
						7		6
	2			3		5		1
4					7			
	5	6		8		9	3	
			3					7
9		7		5			4	
8		1						
			8			3		9

গতকালের সমাধান

3	8	4	2	6	5	9	7	1
5	6	1	3	9	7	2	8	4
7	9	2	4	8	1	5	6	3
8	2	6	9	7	3	4	1	5
1	4	3	8	5	2	6	9	7
9	7	5	6	1	4	3	2	8
6	3	7	1	4	9	8	5	2
2	5	9	7	3	8	1	4	6
4	1	8	5	2	6	7	3	9

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: শুক্রবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ৩২ ডিগ্রি ও ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩৫ ডিগ্রি ও ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক ৭১ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ৪।৫১, **সূর্যাস্ত:** ঘ ৬:১৯ **জোয়ার:**সকাল : ০৯:১৯। **ভাঁটা:**বিকাল : ৩:২১।

— সমাধানের নিয়ম —

এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

সোনা-রুপোর বাজার দর

	টাকা
পাকা সোনা (১০ গ্রাম):	৩১,২৭৫
গহনা সোনা (১০ গ্রাম):	২৯,৬৭০
হলমার্কগহনা: (২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম):	৩০,২১৫
রুপোর বাট (প্রতি কেজি):	৪১,২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি):	৪১,৩০০

সৌজন্যে: পশ্চিমবঙ্গ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাজার দর (মূল্যযুক্ত কর আলাদা)।

মুদ্রা বিনিময় হার

RBI REFERENCE RATE

INR / 1 USD	67.0181
INR / 1 Euro	79.1015
INR / 100 Jap. YEN	60.0455
INR / 1 Pound Sterling	90.0455

শেয়ারসূচক

BSE	35,463.08	▲ (+416.27)
NIFTY	10,768.35	▲ (+83.70)

শব্দলিপি- ১২১৬

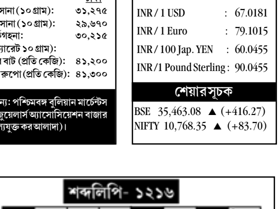

প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

পাশাপাশি ঃ ১। সংকট ৫। শ্রেষ্ঠ ৬। বিশালাকার সর্পবিশেষ ৭। উত্তপ্ত ৯। উদ্ধারকারী ১০। বর্জন ১২। মোটা মহিলা ১৩। পাল্লা

উপরনীচ ঃ ১। পুত্র ২। বিষ্ণুর দশমূর্তি ৩। লুণ্ঠিত ৪। জনগণের সভাঘর ৬। দেখে মনে হয় মিষ্টি ৮। ইংরেজির পকেটমারি ৯। তমোগুণসম্বন্ধীয় ১১। ব্রজবুলির আমার

সমাধান ঃ শব্দলিপি - ১২১৫

পাশাপাশি ঃ ১। বিপদভঞ্জন ৪। খুরপি ৫। কবিবর ৭। বাহবা ৮। সদন ১০। কাহারবা ১২। দরদ ১৩। দনুজদলন

উপরনীচ ঃ ১। বিপিনবাবুর ২। দমক ৩। নশ্বর ৪। খুতবা ৬। বিরসবদন ৯। নগদ ১০। কামদ ১১। বারিদ

ব্যবসায়ীকে তোলা চেয়ে ফোন, টাকা নিতে এসে আটক ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, দেগঙ্গা : বেশ কিছুদিন ধরে এক ব্যবসায়ীদের কাছে টাকা চেয়ে হুমকি ফোন আসছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি আর দেগঙ্গা ও বাদুড়িয়া থানার যৌথ প্রচেষ্টায় ধরা পড়ল ২ অভিযুক্ত। জানা গেছে, অভিযুক্তরা কিশোর। ২ তারিখ একটি অচেনা নম্বর থেকে প্রথমে ফোন আসে উত্তর ২৪ পরগনার বাগজোলা বাজারের ব্যবসায়ী নাজমুল আলমের কাছে। তারপর থেকে ক্রমাগত ১০ লাখ টাকা চেয়ে ফোন আসছিল। হুমকি দেওয়া হচ্ছিল টাকা না দিলে বা পুলিশকে খবর দিলে বোমা মেরে দোকান উড়িয়ে দেওয়া হবে। এর পর আতঙ্কিত হয়ে তিনি অভিযোগ জানান দেগঙ্গা থানায়। ভারপ্রাপ্ত অফিসার লিটন রক্ষিত সব শুনে একটি লিখিত অভিযোগ ও ফোনের কল ডিটেলস থানায় জমা দিতে বলেন। এরপর অভিযুক্তদের ধরার জন্য এসআই বিশ্বনাথ সেনের নেতৃত্বে বাদুড়িয়া থানার পুলিশকে নিয়ে একটি দল গঠন করেন। পুলিশের পরামর্শ মতো ব্যবসায়ী নাজমুল ও তাঁর ভাই হাসান মণ্ডল ফোনে অভিযুক্তদের বলে দেন, তিনি অসুস্থ। তাই দোকানের সামনে টাকার ব্যাগ রেখে দেবেন। সেখান থেকেই যেন এসে নিয়ে যাওয়া হয় টাকা।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ নাজমুল একটি ব্যাগ কাঠ ও কাগজ দিয়ে বানানো নকল টাকার বান্ডিল দোকানের সামনে রেখে দেন। আর ছদ্মবেশে আশপাশে লুকিয়ে থাকে দেগঙ্গা ও বাদুড়িয়া থানার ২০ জন পুলিশকর্মী। কথামতো ১০টার পর ওই ব্যবসায়ীর কাছে একটি ফোন আসে। টাকাটি জায়গা মতো রাখার জন্য বলা হয়। নাজমুল তখন জানান, তিনি টাকা জায়গা মতো রেখে দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরেই সেখানে থেকে টাকার ব্যাগ নিতে যায় এক অভিযুক্ত। বিষয়টি দেখেই তাকে তাড়া করেন পুলিশকর্মী। অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করলেও তাড়া তাকে ধরে ফেলা হয়। তাকে জেরা করে পরেও আরও একজনকে ধরা হয়।

এই ঘটনার পর নাজমুল আলম জানান, কয়েক বছর আগে বাড়িতে বোমা মেরে তাঁর ভাইকে মেরে ফেলেছিল দুষ্কৃতীরা। তাই এই হুমকি ফোন পেয়ে তাঁরা যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ধারণা, এদের পিছনে বড় কেউ রয়েছে। পুলিশেরও অনুমান, এর পিছনে বড় কোনও মাথার প্ল্যান আছে। ধৃতদের জেরা করার পাশাপাশি ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে দেগঙ্গা থানার পুলিশ।

ক্যানসারকে ‘ফেল’ করিয়ে লেটার নিয়ে মাধ্যমিকে পাস স্বাগতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, উলুবেড়িয়া : মনের জোর থাকলে যে কোনও কঠিন পরিস্থিতিতে জয় করা যায়। ক্যানসারকে হার মানিয়ে মাধ্যমিক পাশ করে সেটাই প্রমাণ করে দিল উলুবেড়িয়ার স্বাগতা অধিকারী। তিনটি বিষয়ে লেটার নিয়ে এবছর মাধ্যমিক পাশ করেছে সে।

সময়টা ২০১৫ সাল। বাণীবন হাইস্কুলের ছাত্রী স্বাগতা তখন ক্লাস এইটে পড়ে। হঠাৎই ছন্দপতন ঘটে উলুবেড়িয়ার বাণীবন বাহরিতফা যদুরবেড়িয়ার বাসিন্দা প্রকাশ অধিকারীর পরিবারে। জানা যায়, ক্যানসারে আক্রান্ত মেয়ে স্বাগতা। পিঠে একটা টিউমার হয়েছিল। সেটা অপারেশন পর ধরা পড়ে ক্যানসার। শুরু হয় চিকিৎসা। হার্ডওয়্যারের দোকানের মালিক প্রকাশবাবুর অবস্থা খুব একটা খারাপ ছিল না। কিন্তু মেয়ের চিকিৎসার করাতে হিমশিম খেতে হয়েছে। বিক্রি করে দিতে হয়েছে দোকান। এত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে একটুও ভেঙে পড়েনি স্বাগতা। চালিয়ে গেছে পড়াশোনা তবে অসুস্থাতার জন্য ক্লাস এইটে ফাইনাল পরীক্ষায় বসা হয়নি। তাতে অবশ্য কিছু আটকে থাকেনি। বরাবরই ভালো রেজাল্ট করত স্বাগতা। সেসব দেখে এবং তার পড়াশোনা করার অদম্য ইচ্ছাশক্তি দেখে ক্লাস নাইনে প্রোমোশন দিয়ে দিয়েছিল স্কুল। ক্যানসারের চিকিৎসা এখনও চলছে স্বাগতার । তিনমাস অন্তর চেকআপে যেতে হয়। এসবের মধ্যেই পার করে ফেলেছে মাধ্যমিকের গণ্ডি। বাংলায় ৮৭, ইংরাজিতে ৬৬, ভূগোলে ৮০, ইতিহাসে ৮০, অঙ্কে ৪৫, জীবন বিজ্ঞানে ৬৭ এবং ভৌত বিজ্ঞানে ৪০, মোট ৪৬১ নম্বর নিয়ে পাস করেছে। আগামী দিনে আরও এগিয়ে যেতে যায় স্বাগতা। ইচ্ছা নার্স হবে। হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় নার্সরা যেমন তার সেবা করেছিল তেমন করেই রোগীদের সেবা করতে চায় সে।

বিজেপি করায় তিনজনকে মারধর, অভিযুক্ত তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর : বিজেপি করার কারণে একই পরিবারের তিনজনকে মারধর করার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার নবগ্রাম সালেপুরে। বিজেপি কর্মীর বাড়িতে ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ। বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

যদিও রাজনৈতিক কারণে মারধর করা হয়েছে, তা মানতে চায়নি পুলিশ। বারুইপুর পুলিশ সূত্রে খবর, বাড়িতে কলাগাছ পোঁতাকে কেন্দ্র করে বুধবার সকালে নবগ্রাম সালেপুরের বাসিন্দা নুর আলি মোল্লার সঙ্গে গন্ডগোল হয় তাঁর ভাই নঈম আলি মোল্লার। সাময়িক গন্ডগোল হলেও পরে তা মিটে যায়। নুর আলি মোল্লার অভিযোগ, রাতের দিকে এলাকার প্রায় শ’খানেক তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এসে তাঁর পরিবারের উপর হামলা চালায় নঈম। মারধরের পাশাপাশি বাড়িতে ভাঙচুর করা হয়।

নুর আলি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানান, তাঁরা বিজেপি করেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির হয়ে প্রচার করেছেন। অন্যদিকে নঈম ও তাঁর পরিবারের লোকজন তৃণমূল করে। সেকারণেই তাঁদের উপরে হামলা চালানো হয়েছে।

নুর আলি মোল্লা বলেন, ‘আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের উপরে তৃণমূলের লোকজনেরা হামলা চালিয়েছে। আমরা বর্তমানে বিজেপি করি। আমার ছোট ভাই তৃণমূল করে। ও দলবল নিয়ে আমাদের মারধর করেছে, বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে। বাঁশ দিয়ে আমার মাথায় মারা হয়েছে। আমার স্ত্রী ও এক ছেলেকেও মারধর করেছে। বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। যদিও পুলিশ কোনও স্টেপ নিচ্ছে না।’

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। যদিও এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করেনি তারা।

মেট্রোরেলের তরফ থেকে বৃহস্পতিবার রাজভাষা কর্মসমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মাধ্যমিকে অকৃতকার্যে আত্মঘাতী কিশোর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বড়ঞা : গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঘর থেকে উদ্ধার হল এক কিশোরের মৃতদেহ। মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার তারাপুর গ্রামের ঘটনা। মৃতের নাম মোন বাগদি (১৬)। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল করার কারণেই মোন আত্মঘাতী হয়েছে বলে জানিয়েছে তার পরিবার। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে বড়ঞা থানার পুলিশ।

পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, স্থানীয় গড্ডা গণপতি আদর্শ বিদ্যাপীঠের ছাত্র ছিল মোন। সে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। বুধবার মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ হয়। সকালে ইন্টারনেটে পরীক্ষার ফল দেখতে না পেয়ে স্কুলে যায় মোন। সেখানে গিয়ে জানতে পারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। কিছুক্ষণ পরে বাড়ি ফিরে এসে ঘর বন্ধ করে কান্নাকাটি করে। মৃত কিশোরের বাবা বলেন, ‘আমরা ওকে বুঝিয়ে বলি। রাতে খাবার খেয়ে একাই শুয়ে পড়ে। সকালে ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে বাধ্য হয়ে দরজা ভেঙে দেখি গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে আমার ছেলে। এই গ্রামে অনেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। তার মধ্যে অনেকেই ফেল করেছে। কই ওরা যে এসব করল না! আমার ছেলে বোকা, তাইও একাজ করেছে।’

পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মথুরাপুরে বাড়িতে একা পেয়ে যুবতীতে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মথুরাপুর : মানসিক ভারসাম্যহীন যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর থানার গোবিন্দপুর এলাকায়। গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত গোবিন্দ হালদারকে। অভিযোগ, বুধবার বাড়িতে একাই ছিলেন ওই যুবতী। সেই সুযোগে তাঁর বাড়িতে যায় গোবিন্দ। ধর্ষণ করে যুবতীকে। যুবতী চিৎকার শুরু করেন। চিৎকার শুনে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। স্থানীয়রা এসে যুবতীকে উদ্ধার করে। বুধবার মথুরাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে যুবতীর পরিবার। গ্রেফতার করা হয় গোবিন্দকে। বৃহস্পতিবার তাকে ডায়মন্ডহারবার আদালতে তোলা হয়।

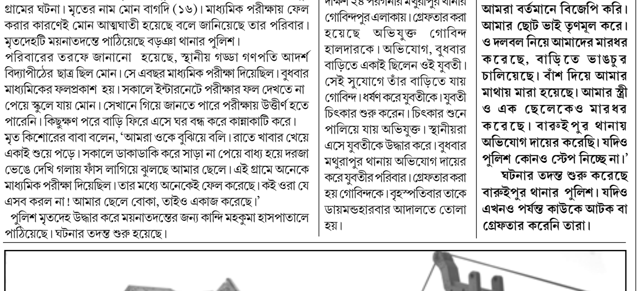

বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ব্রিজে পণ্যবাহী একটি ট্রাক উল্টে যায়। ট্রাকটি ক্রেন দিয়ে সরানোর পর যান চলাচল শুরু হয়। ছবি: শুভম জ্যোতি।

সিউড়ি থেকে মাধ্যমিকে দশম, ডাক্তার হতে চায় লটারি বিক্রেতার ছেলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিউড়ি : বাবা পেশায় লটারি বিক্রেতা আর মা গৃহবধূ। বাবার সামান্য আয়ে আজ খেলে কাল কী খাবে? সেই চিন্তা সবসময়ে মাথায় ঘোরে। এমন একটি পরিবার থেকে মাধ্যমিকে ৬৮০ পেয়ে দশম স্থান অধিকার করল সিউড়ির সাজানোপল্লির শুভম রায়। এই খবর পাওয়ার পরেই উচ্ছ্বাসে মেতেছেন গর্বিত পড়শিরা। শুভমের ফলাফলে খুশি বক্রেশ্বর প্রবীর সেনগুপ্ত উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। আর পাঁচটি দিনের মতো বুধবার সকালে লটারি বিক্রি করে ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলেন শুভমের বাবা পরিমল রায়। সেসময় ফোন আসে ছেলে রাজ্যের মধ্যে দশম স্থান অধিকার করেছে। আনন্দে চোখের জল আর ধরে রাখতে পারেনি। ট্রেনের মধ্যেই কেঁদেই ফেলেন মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় প্রথম দশে থাকা শুভম রায়ের বাবা পরিমলবাবু। কিন্তু, তারপরই চিন্তায় পড়েন ছেলের উচ্চশিক্ষা জন্য কীভাবে টাকা জোগাড় করবেন তা নিয়ে।আসলে ফলপ্রকাশের আগেই পরিমলবাবু ছেলেকে নিয়ে বসেছিলেন কীভাবে ভবিষ্যতে এগোবেন তার পরিকল্পনা করতে। পড়ানোর খরচ জোগাতে না পারলে অন্যপথ বেছে নেওয়ারও ইঙ্গিত ছেলেকে দিয়েছিলেন। কিন্তু, সিউড়ির সাজানোপল্লির বাড়িতে বসে বক্রেশ্বর প্রবীর সেনগুপ্ত স্কুলের ছাত্র শুভম তখন অন্য কথা ভাবছে।শুভমের কথায়, ‘আমার মন বলছিল ভালো ফল হবে। তাই সকালে থেকে টিভির সামনে বসে পর্ষদের ঘোষণা শুনছিলাম। কিন্তু, নবম স্থান ঘোষণার পর যখন আমার নাম ঘোষণা হল না তখন টিভির সামনে থেকে উঠে অন্য ঘরে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে মা ডেকে বলল আমার দশম হওয়ার কথা। তখন টিভিতে নাম দেখে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। বাবাকে ফোন করতে বাবাও কেঁদে ফেলল।’ শুভমের বাবা পরিমলবাবু খয়রাশোলের ভীমগড়ে একটি লটারির দোকান চালান। তাঁর আশা, ছেলে একটা স্থান পাওয়ায় বাধহয় তার পড়ার অসুবিধা হবে না। এমনিতে আর্থিক কারণের জন্য ক্লাস এইট পর্যন্ত ছেলের কোনও গৃহশিক্ষক ছিল না। যদিও তার প্রভাব শুভমের নম্বরে কোনওদিনই পড়েনি। ছোটো থেকেই স্কুলে প্রথম হয়েছে। সেই ধারা অব্যাহত থাকল তার মাধ্যমিকের নম্বরে। এখন শুভমের ইচ্ছে, উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে ডাক্তারি পড়ার। আর তাতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে তার বাবার।তিনি দুঃখ করে বললেন, ‘শুভম যখন ক্লাস নাইনে পড়াশোনা করছে তখন সিউড়ির এক শিক্ষক মাত্র ৫০ টাকা না দিতে পারায় রাজি হননি। তা সত্ত্বেও ও এত ভালো রেজাল্ট করেছে। তবে সামান্য লটারির দোকান চালিয়ে ছেলেকে ডাক্তারি পড়ানো সম্ভব না। তাই সরকার যদি সহায়তা করে তাহালেই শুভমের ইচ্ছা পূরণ হবে।’

৯ ডাকাত গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর : ভগবানপুরের মহম্মদপুরের বাজারে কাছে ডাকাতির উদ্দ্যেশ্য জড়ো হওয়ার অভিযোগে নয়জন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের কাঁথি আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের জামিন নাকচ করে পুলিশ হেফাজতের নির্দেশল দিলেন। পুলিশ তাদের কাছ থেকে পিস্তল ও মোটর সাইকেল উদ্ধার করেছে। ধৃতদের বাড়ি নন্দীগ্রাম ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায়।

আমে সেরার খেতাব মুর্শিদাবাদের আম চাষির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর : মালদহ জেলাকে টেক্কা দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেল মর্শিদাবাদের আম চাষি। বিধানচন্দ্র কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় এই পুরস্কার তুলে দিয়েছেন মরিচাপাড়ায় বিশ্বনাথ মণ্ডলকে।একগাছে বিভিন্নপ্রজাতির আমের ফলনের পুরস্কারও উঠে এসেছে মুর্শিদাবাদে ঝুলিতে। এই পুরস্কার পেয়েছেন লালবাগের আম চাষি বিজয় সরেন।আম চাষে বরাবর মুর্শিদাবাদকে টেক্কা দিয়ে এসেছে মালদহ জেলা। এবার মালদহ জেলাকে পিছনে ফেলে সামনে এল মুর্শিদাবাদ। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১ ও ২ জুন আম উৎসব হয়ে গেল। সেখানে বিভিন্ন জেলার আম চাষিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।মুর্শিদাবাদের আমচাষি বিশ্বনাথ মণ্ডল মোট ১৮টি প্রজাতির আম নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। এরমধ্যে ১১টি আমে তিনি প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। ৪টি প্রজাতির আমে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। অন্যদিকে এক গাছে ২১টি প্রজাতির আম ফলিয়ে পুরস্কার হাসিল করেছেন লালবাগ মহকুমার রায়চাঁদপুরের বাসিন্দা বিজয় সরেন। প্রসঙ্গত, বিশ্বনাথ মণ্ডলের বাগানের আম বিদেশেও বাজারেও সমানভাবে সমাদৃত বলে জানা গেছে।

প্রেমিকাকে ‘সরি’ লিখে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : নিজের বাড়ি থেতে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম সৌরভ ঘোষ। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের। স্থানীয় এক কিশোরীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তার। সেই সম্পর্ক সংক্রান্ত কোনও ঝামেলার কারণেই সে আত্মঘাতী হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে কাঙ্গনবেড়িয়ার বাসিন্দা সৌরভ। স্থানীয় বিদ্যানগর কলেজে সেকেন্ডইয়ারে পড়ত। সেই সঙ্গে আইটিআই -ও করছিল। অভিযোগ, পাশের গ্রামের এক কিশোরীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি সেই সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। এরই মধ্যেই অন্য যুবকের সঙ্গে নিজের প্রেমিকাকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলে সৌরভ। বুধবার রাতে বাড়িতে কেউ না থাকায় সুযোগে দোতলার ঘরে পাখায় ফাঁস লাগিয়ে সে আত্মহত্যা করে। মৃতদেহের পাশ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ডায়েরি। তার পাতায় রক্ত দিয়ে প্রেমিকার উদ্দেশে লিখেছে ‘সরি’। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। অন্যদিকে, মৃতের পরিবারের তরফে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বিষ্ণুপুর থানায়।

-:বিজ্ঞপ্তি:-
জেলা হুগলী ::
মোকাম : আরামবাগ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
Act XXXIX Misc কেস নং-০৫/২০১৮
প্রার্থী :- মহিম খান, পিতা-মৃত হামিদ খান, সাকিম ও পোঃ-সাবলসিংহপুর, থানা-খানাকুল, জেলা-হুগলী

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, প্রার্থীর স্ত্রী কৌশল্যা খান স্বামী মহিম খান গত ইং- ১৩-১১- ২০১৬ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রার্থী উক্ত মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ (স্বামী) বিধায় নিম্নের তপশীল বর্ণিত অ্যাকাউন্টের টাকার সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত উপরোক্ত ০৫/২০১৮ নম্বর মোকদ্দমা করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তির নিম্নের তপশীল (Schedule) বর্ণিত টাকার সম্বন্ধে কোন আপত্তি বা দাবি-দাওয়া থাকে তবে নোটিশ জারির দিন হইতে ৩০ দিন/তারিখের মধ্যে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমাকৃত আদালতে উপস্থিত থাকিয়া আপন আপন আপত্তি দর্শাইবেন। নচেৎ উপরোক্ত প্রার্থী নিম্নের তপশীল বর্ণিত অ্যাকাউন্টের টাকার সাকসেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইবেন ও উক্ত মোকর্দ্দমা একতরফা বিচার হইবে।

Schedule
Sl. Bank Name A/cId No. Amount
1. Paschim Banga Gramin Bank, Sabalsinghapur Br. SB A/c No.10580100000004 Rs. 4,58,721.63/- upto date Inu

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে অদ্য ২০/০৪/২০১৮ তারিখে দেওয়া গেল।

আদালতের অনুমত্যানুসারে
দেবাশীষ শ্যাম
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট
আরামবাগ, হুগলী

CHANGE OF NAME

I, Ajit Kumar Saraogi, S/o. Sri Akhay Chand Saraogi (Jain), presently residing at 2, Camac Street, Calcutta-700016. I belong to Jain Community & I am also known as Ajit Kumar Jain. Ajit Kumar Saraogi & Ajit Kumar Jain as appeared in all official documents shall mean the one and the same identical person.